

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো কানাডার আহমদী মুসলিম ছাত্রবৃন্দ



এক গুচ্ছ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৩ অক্টোবর ২০২১, কানাডার মজলিস খোদামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) ছাত্র সদস্যদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ছাত্ররা টোরন্টোর পীস ভিলেজের আইওয়ানে তাহের হলে সমবেত ছিলেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত দিয়ে শুরু করে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর খোদামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলী সম্পর্কে হুযূর আকদাসকে কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

খোদামের একজন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে কোভিডের সময়কালে, হুযূর আকদাসের দিকনির্দেশনা কামনা করেন এবং বিশেষ করে এ বিষয়ে পরামর্শ চান যে, আহমদী মুসলমান যুবকগণ কীভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবেলা করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“সাধারণত বলা হয় যে, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার অন্যতম কারণ হলো কোভিড; কেননা, ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে যাচ্ছে না, তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড, পড়াশোনা বা সহপাঠ কার্যক্রমে, যেমন, খেলাধুলা ইত্যাদিতে



সম্পূর্ণ হতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু, একজন আহমদী মুসলমান ছাত্র হিসেবে তোমাদেরকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণে হৃদয়ের প্রশান্তি' (পবিত্র কুরআন ১৩:২৯) – অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহ্‌র স্মরণ করতে থাকো, তবে তা তোমার অন্তরকে প্রশান্ত করবে।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং, একজন আহমদী মুসলমান ছাত্রের এ দিনগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার সামনে সিজদাবনত হওয়া উচিত। পূর্বের চেয়ে অধিক ব্যাকুলতার সাথে দৈনিক পাঁচ বেলার নামায আদায় করা উচিত, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের চেষ্টা করে এ থেকে পথনির্দেশনা অনুসন্ধান করা উচিত। ... এগুলোই হলো আল্লাহ্‌র স্মরণের সর্বোত্তম পন্থা।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং, যারা পার্থিব বিষয়াদিতে মত্ত, স্বাভাবিকভাবেই এবং স্পষ্টতই তারা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগবেন; কেননা, তাদের মাঝে অস্থিরতা থাকবে। তাদের অগ্রাধিকারসমূহ ভিন্ন, আর এ কারণেই তারা কষ্ট পেয়ে থাকেন। যদি তোমাদের অগ্রাধিকার আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যাচনা হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করা হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের অস্থিরতার বড় অংশ দূরীভূত হবে।”

একজন খাদেম প্রশ্ন করেন, আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে, তাঁর অনুসারীগণ জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করবে, এর দাবি পূরণে আহমদী মুসলমানগণ কী করতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যে কোনো কিছু অর্জন করতে হলে, তোমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। যদি কোন ছাত্র থেকে থাকে, যে পরিশ্রমী এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস করে; এবং আরেকজন ছাত্র যদি থাকে, যিনিও পরিশ্রমী, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস রাখে না, আর উভয়েই তাদের জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় উন্নতি লাভের জন্য চেষ্টারত থাকে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের উভয়কে প্রতিদান দান করবেন; কেননা, উভয়েই তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ... এরপর আমাদের (আহমদী মুসলমানদের) আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে যে, ‘আমরা দুই জনই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি, কিন্তু আমি তোমার ওপর বিশ্বাস রাখি। অতএব আমি এই দোয়া করছি যে, তুমি আমাকে অধিকতর প্রজ্ঞা দান করো এবং আমার চেষ্টায় অধিকতর ভালো ফলাফল দান করো।’ সুতরাং, এভাবে তুমি তার চেয়ে অধিকতর ভাল ফলাফল লাভ করতে পারো। অপরপক্ষে, যদি তুমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়ারত না থাকো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তোমার দায়িত্বসমূহ পালন করতে না থাকো, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ



মান্য না করো, তবে অপরজনের চাইতে তোমার ভালো ফলাফল অর্জিত হবে না। এ বিষয়টিকে এখানে নেতিবাচকভাবে নেবে না। কেননা, এর মাধ্যমে একদিকে যেমন তোমার ইহকালের লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হচ্ছে, অনুরূপভাবে, পরকালের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনেও তা সহায়ক হবে।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং, এ বিষয়গুলোকে দৃষ্টিতে রেখে, তুমি নিজের জন্য যে ক্ষেত্রই বেছে নিয়েছো তাতে যদি তুমি পরিশ্রম করো এবং এতে উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা করো, ইনশাআল্লাহ, তুমি সফলতা লাভ করবে এবং উন্নতি করবে। কিন্তু যদি তুমি আল্লাহ্ তা’লার প্রতি তোমার দায়িত্ব টিলেটলাভাবে পালন কর, তবে ফলাফল ততখানি অনুকূল বা ইতিবাচক হবে না। সুতরাং, একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হিসেবে তোমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তোমাকে আল্লাহ্ তা’লার প্রতি তোমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে, আর এর পাশাপাশি তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রেও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।”

আরেকজন খাদেম হুযূর আকদাসের নিকট খিলাফত, পরিবার ও পড়াশোনার প্রতি দায়িত্ব এবং নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সবকিছু একসাথে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সামলানোর সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা কামনা করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“তোমার প্রশ্ন প্রথমে এই হওয়া উচিত যে, ‘আল্লাহ্ তা’লার প্রতি আমাদের দায়িত্ব কীভাবে আমরা সর্বোত্তমভাবে পালন করতে পারি?’ কেননা, যদি তুমি আল্লাহ্ তা’লার প্রতি তোমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করো, তবে তার চূড়ান্ত পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, খিলাফতের প্রতি তোমার দায়িত্বও পালন হয়ে যাবে। আর খলীফা কী বলে থাকেন? এই যে, তুমি তোমার জীবনে এক (ইতিবাচক) পরিবর্তন আনো; আল্লাহ্ তা’লার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো; দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ো; প্রতিদিন পবিত্র কুরআন পাঠ করো; পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ অনুসন্ধান করো এবং সেগুলো অনুশীলনের চেষ্টা করো।”

পড়াশোনা নিয়ে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“দ্বিতীয়ত, তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে, যতক্ষণ তুমি একজন ছাত্র, তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, পড়াশোনায় তুমি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে আর এজন্য তোমাকে কঠোর পরিশ্রম



করতে হবে। দেখো, একজন ভালো ছাত্র দিনে প্রায় ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা পড়াশোনা করে থাকে।... সুতরাং, তোমাকেও দেখতে হবে তুমি ততখানি পড়াশোনা করছো কিনা? যদি তা না হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ এই যে, তুমি (তোমার পড়াশোনার প্রতি) সুবিচার করছো না।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সপ্তাহান্তে, জামা’ত এবং খোন্দামুল আহমদীয়ার কাজে তোমার কিছু সময় দেওয়া উচিত, আর এর পাশাপাশি সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে তোমার পরিবারের সদস্যদের সাথেও সময় কাটাও।”

একজন খাদেম জানতে চান, অন্যের সামনে নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য এবং জনসমক্ষে কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ছাত্ররা কী করতে পারে।

এ বিষয়ে ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“এমন অনুষ্ঠানাদির পূর্বে, তুমি আয়নার সামনে দাঁড়াও এবং তোমার বক্তৃতা তিন থেকে চার বার উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করো, তাহলে এটি তোমাকে কিছু আত্মবিশ্বাস দিবে। ... আর এর পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্য যাচনা করো আর দোয়া করো যেন তিনি তোমাকে সাহায্য করেন। দোয়া করো, ‘ইহদিনাস সিরাত-তাল মুস্তাকীম’ (আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো) আর ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ (আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, বার বার দয়াকারী)। তাহলে এভাবে তুমি আরো কিছু মনোবল লাভ করবে।”

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনকে প্রদত্ত অর্থ ‘সদকা’ বা দান হিসেবে বিবেচ্য কিনা, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“যদি তোমার মনের উদ্দেশ্য (নিয়ত) হয়ে থাকে যে, এ অর্থ যা তুমি পাঠাচ্ছে তা ‘সদকা’, তবে সেটি সদকা। আর যদি তোমার মনের উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, এই অর্থ যা তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের পাঠাচ্ছে তা সদকা নয়, বরং এক উপহার, তাহলে সেটি সদকা হবে না – তোমার আমল তোমার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে।”

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“একবার এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর জন্য কিছু ছাগলের মাংস নিয়ে আসেন আর মহানবী (সা.) তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘তুমি এটি কোথা থেকে পেয়েছো?’ লোকটি উত্তরে বলেন, ‘কেউ এটি সদকা হিসেবে আমার কাছে পাঠিয়েছে’। এখন,

নবীদের এবং এমনকি তাদের পরিবারের জন্য সদকার অংশ ভোগ করা নিষিদ্ধ। মহানবী (সা.) বলেন, ‘এটি তোমার জন্যে সদকা; কিন্তু, তুমি যেহেতু আমার কাছে নিয়ে এসেছো, আর তুমি আমাকে এটি সদকা হিসেবে দান করছো না, বরং তুমি উপহার হিসেবে আমার খাওয়ার জন্য এটি নিয়ে এসেছো, সুতরাং, আমার জন্য এটি একটি উপহার আর আমি এ থেকে খেতে পারি।’ অতএব পুরোটাই নির্ভর করছে উদ্দেশ্যের ওপর। দেখো, তোমাদের মন বড় হওয়া উচিত! আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে কেন সদকা প্রদান করবে? যদি তুমি তাদেরকে সাহায্য করতে চাও, তাদেরকে তোমার উপহার দেওয়া উচিত!”

একজন খাদেম হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, প্রযুক্তিগত উন্নতিসমূহ কীভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তকে এবং মানবতার সেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“মানবজাতিকে প্রজ্ঞা এবং চিন্তাশীল মস্তিষ্ক কে দান করেছেন? আল্লাহ তা’লা। সুতরাং, এর অর্থ এই যে, এ সবই আল্লাহর কাজ। আল্লাহ তা’লা তোমাদেরকে গবেষণা করা এবং এতে উন্নতি লাভ করার জন্য বলেছেন; আর আল্লাহ তা’লাই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। তোমাদের গবেষণার জন্য তিনি তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন যদি তোমরা এর পাশাপাশি আল্লাহ তা’লার কাছে দোয়াও করতে থাকো। এসকল প্রযুক্তিগত উন্নতি মানবজাতির কল্যাণের জন্য। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো মানবজাতির জন্য কল্যাণকর আমাদের এ থেকে কল্যাণ লাভ করা উচিত। কিন্তু, যেখানে এটি মানবতার ধ্বংসে এবং মানুষের মনকে দূষিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে — যেমনটি অনেক সময় ইন্টারনেট এবং ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের ন্যায় সামাজিক-যোগাযোগ-মাধ্যমের (অপব্যবহারের মাধ্যমে) সংঘটিত হচ্ছে, তখন একজন প্রকৃত বিশ্বাসী আহমদী মুসলমানের সেগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।”

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“সুতরাং, যতক্ষণ এই প্রযুক্তিগত উন্নতিগুলো মানবজাতির জন্য কল্যাণকর, আমাদের অবশ্যই এগুলোকে ব্যবহার করা উচিত — আর আমাদেরকে তা ব্যবহার করতে হবে। এটি আমাদেরই কল্যাণের জন্য এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর সহায়তা আর সেই জন্য আমাদের আল্লাহ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি এমন উন্নতি আমাদেরকে দেখিয়েছেন। কিন্তু, যখন এগুলো আমাদের মন-মানসিকতাকে দূষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন তোমাদের এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত এবং ইস্তেগফার পাঠ করা উচিত।”

সভায় হুযূর আকদাস কেবল মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে থেমে না গিয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কেও কথা বলেন।

হুযূর আকদাস এরপর তৃতীয় খলীফাতুল মসীহ হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এক্ষেত্রে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং শিক্ষার্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন সে সম্পর্কেও আলোচনা করেন।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) [শিক্ষাগত অর্জনের জন্য] স্বর্ণ পদক দেওয়ার কর্মসূচি শুরু করেছিলেন এবং এটি তার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমাদের জামা’তের মাঝে যেন অন্তত ১০০ নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এবং এক হাজার শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী থাকেন, যা বর্তমানে আমাদের নেই। সুতরাং, আমাদেরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে হবে আর এ কারণেই খোন্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে উমূরে তোলাবা (ছাত্র বিষয়ক) বিভাগ এবং জামা’তের সেক্রেটারি তালীম (শিক্ষা) রয়েছে, যেন তারা শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করেন যে, তাদের মাধ্যমিক শিক্ষার পর থেমে না গিয়ে পড়াশোনায় আরও অগ্রসর হওয়া উচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা উচিত। এমনকি যদি তারা মনে করে যে, তাদের পক্ষে গবেষণা, বা বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে, বা পেশাদারী বিষয়, যেমন, প্রকৌশল বা চিকিৎসাশাস্ত্রে যাওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তাদের অন্তত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করা উচিত, যেন সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সিভিল সার্ভেন্ট থাকেন।”

আমাদের নতুন প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে উৎসাহিত করার দায়িত্ব কেবল জামা'তের কাঁধে নয়, বরং এ বিষয়ে পিতামাতাদের দায়িত্ব রয়েছে — এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটি পিতামাতাদেরও দায়িত্ব। যদি পিতা-মাতা শিক্ষিত হন, তারা সন্তানদেরকে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর শিক্ষায় আরো অগ্রসর হওয়ার জন্য বলবেন, আর যদি পিতা-মাতা অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত হয়ে থাকেন তবে তারা বলবেন, ‘ঠিক আছে বৎস, এখন কোন একটা কাজে ঢুকে যাও।’ ... এটি সেই ভালোবাসা নয় যা পিতা-মাতার সন্তানদের প্রতি প্রদর্শন করা উচিত। বরং তাদের উচিত তাদেরকে পড়াশোনায় আরো এগিয়ে যেতে বলা। একজন আহমদী ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য ন্যূনতম শিক্ষা স্নাতক পর্যায়ের হওয়া উচিত, আর এর পরে তারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে পারেন।”